দৈনিক ইত্তেফাক

04 OCT 1988

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ কোর্স কি চালু হইবে ?

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বি বি এ কোর্স স্থগিত করিয়া পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা ঘোষণা করিলেও দীর্ঘ ১০ মাসের ব্যবধানে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গৃহীত হয় নাই। ভর্তি ফরম সংগ্রহকারী প্রায় ৫শত ছাত্র-ছাত্রীর আড়াইলক্ষ টাকা ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউটের ফাণ্ডে জমা রহিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ফরম সংগ্রহকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেও তাহা কার্যকরী হয় নাই।

গত বছরের অক্টোবরে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়া ইন্সটিটিউট কর্তৃপক্ষ এই কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কর্তৃপক্ষ কোর্সটি স্থগিত ঘোষণা করে। তখন বলা হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সি- লের মতামত সাপেক্ষে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হইবে। এই সময় ভিসি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের বক্তব্য ছিল একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমতি ছাড়া নূতন কোর্স চালু হইতে পারে না। একটি নূতন বিষয় চালু করার পূর্বে একাডেমিক কাউন্সিল এবং মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন দরকার। এ ব্যাপারে ইন্সটিটিউট প্রধানের বক্তব্য ছিল একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমতি না নিয়া কোর্স শুরুর অভিযোগ সত্য। তবে কোর্সটি স্থগিত করার পিছনে ইহা গুরুত্বপূর্ণ কারণ নয়।

ডিসেম্বরে কোর্সটি স্থগিত ঘোষণার পর ছাত্র-ছাত্রীরা ইনস্টিটিউটে যোগাযোগ করিলে তাহাদের নিরাশ না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। ইহার পর ভর্তিচ্ছুরা 'ভর্তি সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করিয়া কয়েক দফা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সভা করার পর বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীর গোচরে আনার জন্য শিক্ষামন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। খোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, এই কোর্সে ভর্তিচ্ছুকরা অনেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইয়াও প্রায়ই ইন্সটিটিউট অফিসে খোঁজ লইতেছে। ইন্সটিটিউটের পরিচালক প্রফেসর আলিমুল্লাহ মিয়ান জানান, তিনি এখনও কোর্সটি চালু করার ব্যাপারে আশাবাদী। তিনি জানান, দীর্ঘদিন পর গতমাসে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ ব্যাপারে আলোচনার উদ্যোগ নিয়াও সময়ের অভাবে সম্ভব হয় নাই।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বরে এই কোর্সে ভর্তি ফরম বিক্রির সময় দুইটি গ্রুপ ৪০ টাকা হারে প্রায় ৫ হাজার গাইড বিক্রি করিয়া প্রায় ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে।